সংসদে প্রশ্নোত্তর ঃ

শতকরা ৮৭ ভাগ

বই বিতরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন গতকাল জাতীয় সংসদে বলেন, চলতি বছর ডাকঘরের মাধ্যমে চাহিদার অনুপাতে শতকরা ৮৭ ভাগ পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রী ফণি ভূষণ মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তর দানকালে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সরবরাহ করা বইয়ের মোট সংখ্যা ২ কোটি ৭৩ লাখ বলে জানান। এর বাইরে ৫২ লাখ বই সার্বজনীন প্রথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে জনাব আবদুল বাতেন শেখ সেলিমের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বছরে ৩ কোটি ২৫ লাখ বোর্ডের বইয়ের প্রয়োজন হয়। চলতি বছরে মোট ৩ কোটি ৬৩ লাখ বই ছাপানো হয়েছে।

একই বিষয়ের উপর ফ্রইট লেফ-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে প্রশ্নোত্তর ঃ

(প্রথম পৃঃ পর)

বন্দরে শুকনো মওসুমে উত্তান টেন্যান্ট (অব) এ বি সিদ্দিকের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডাকঘরের মাধ্যমে এবার ৩ কোটি ৫৪ লাখ পাঠ্য বইয়ের চাহিদা ছিল। মোট কত বই বিতরণ করা হয়েছে—জনাব সিদ্দিকের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠ্য বই বিতরণের অব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব শাজাহান সিরাজ, জনাব সিরাজুল হক ও এ এস এম ফিরোজের কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী সংসদে বলেন, এ ব্যাপারে দুর্নীতির কোন অভিযোগ তিনি এখনও পাননি। উল্লিখিত সদস্যগণ বলেন, ডাকঘরে বহু বই পোকায় কেটে নষ্ট করেছে। এছাড়া সময় মত ছাত্ররা বই পায়নি। এখনও বহু জায়গায় সব বই পৌঁছায়নি।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, এগুলো দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দিবা-রাত্র ব্যস্ত।

কাজী আবদুর রশীদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গতকাল সংসদে বলেন, জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারিগণ সংসদ সদস্য হিসাবে বেতনের বাইরে আর বেতন পান না। উন্নয়ন সমন্বয়কারী হিসাবে শুধু মাসিক ২ শ টাকা আপ্যায়ন ভাতা পান। তাঁরা সরকারী কাজে সরকারী যানবাহন ব্যবহার করেন।

তাঁরা ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করেন কিনা—এই সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন—তাঁরা দিবা-রাত্র সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকেন।

মুক্তিযোদ্ধার চাকরি প্রসঙ্গ

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মমতাজুল হোসেন চাকরির জন্যে নির্বাচিত হয়েও কেনো কুয়েত যেতে পারলেন না—সে ব্যাপারে তদন্ত চলছে। স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী প্রফেসর আবদুস সালাম গতকাল জাতীয় সংসদকে এ-কথা জানান।

আওয়ামী লীগের (হা) সদস্য জনাব এ বি এম তালেব আলী সংসদে ডেপুটি স্পীকার ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে মুক্তিযোদ্ধা জনাব হোসেন কুয়েত পৌরসভার ক্লিনার পদে চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজের গোপন হাতের কারসাজিতে মোঃ মমতাজুল হোসেনেরই নামে কুয়েতে চলে গেছেন অন্য একজন।

জবাবে স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী জানান যে এ ব্যাপারে তারা একটি দরখাস্ত পেয়েছেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।